কমিশন কর্তৃক ০৯/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	কোতয়ালী(সিলেট) থানার মামলা নং-৩১, তাং- ১০/০২/২০০৮ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	খন্দকার এনামুল বাছির, প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট, বর্তমানে- উপ-পরিচালক, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট; (২) মোছাঃ রোজিনা সুলতানা রিমি, স্বামী জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপন।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর সাবেক প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে এককভাবে প্রদর্শিত ২,৫৮,২৯,৮১৫.৯০ টাকার সম্পদ ছাড়াও ১,৯২,০০,৪২০.৫৮ টাকার সম্পদ গোপন করে মিথ্যা বিবরণ দিয়েছেন। তিনি ২০,৮৫,১৬৬.৫০ টাকার জ্ঞাত আয়ের বিপরীতে ৪,৫৬,৮০,২৩৬.৪৫ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন অর্থাৎ তিনি ৪,৩৫,৯৫,০৬৯.৯৮ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। আসামী জনাব রোজিনা সুলতানা রিমি দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে এককভাবে প্রদর্শিত ১,২৮,২৫,৩৯০.৪৯ টাকার সম্পদ ছাড়াও ৩,৮১,৩৭,৮৪১.৪২ টাকার সম্পদ গোপন করে মিথ্যা বিবরণ দিয়েছেন। তিনি ৪৫,৮৩,৫০০.০০ টাকার জ্ঞাত আয়ের বিপরীতে ৫,১২,৬৩,৭৩১.৯১ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন অর্থাৎ ৪,৬৬,৮০,২৩১.৯১ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। আসামী জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম ও আসামী রোজিনা সুলতানা রিমি দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে যৌথভাবে প্রদর্শিত ৭,৯৪,১২,৬৩৩.০৪ টাকার সম্পদ ছাড়াও ৭,০০,০০০.০০টাকার সম্পদ গোপন করে মিথ্যা বিবরণ দিয়েছেন। তারা যৌথভাবে ৮,০১,১২,৬৩৩.০৪ টাকার জ্ঞাত আয় বর্হিভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। আসামী জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম ও রোজিনা সুলতানা রিমির বিরুদ্ধে ৫,৮০,৩৮,২৬২.০০ টাকার সম্পদ গোপন করে মিথ্যা বিবরণ দেয়া এবং পরস্পর যোগসাজশে ১৭,০৩,৮৭,৯৩৪.৯৩ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করার অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

➢

ক্রমিক নং	:	০২
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	নাগরপুর(টাঙ্গাইল) থানার মামলা নং-১০, তাং- ২৬/০১/২০০৪ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	মোসাঃ মাহফুজা খাতুন, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, টাঙ্গাইল ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ হাবীব উল্লাহ, সুপার, চৌবাড়ীয়া আহমদিয়া দাখিল মাদ্রাসা, নাগরপুর, টাঙ্গাইল, পিতা-মরহুম আবুল হাসেম মিয়া, গ্রাম-চৌবাড়ীয়া, থানা-নাগরপুর, জেলা-টাঙ্গাইল।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয়ে কামিল পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হওয়ার জাল সার্টিফিকেট সৃষ্টি এবং তা খাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে মাদ্রাসায় চাকুরী গ্রহণের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব মোঃ হাবীব উল্লাহ, চৌবাড়ীয়া আহমদিয়া দাখিল মাদ্রাসায় সুপার পদে চাকুরীর জন্য কিশোরগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৯৩ সালের কামিল পরীক্ষায় ২য় বিভাগে কামিল পাশের সনদ দাখিল করে চাকুরী গ্রহণ করেন। আসামী ১৯৯৩ সনের কামিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করা সত্ত্বেও অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয়ে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা থেকে কামিল (হাদীস বিভাগ) পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উর্ত্তীণ হওয়ার জাল সার্টিফিকেট সৃষ্টি করে তা সঠিক হিসেবে ব্যবহার করে ২৫/০২/১৯৯৫ তারিখে চৌবাড়ীয়া আহমদিয়া দাখিল মাদ্রাসা, নাগরপুর, টাঙ্গাইলে চাকুরী গ্রহণ করেছেন মর্মে তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।